দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সঙ্কট

দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে শিক্ষার্থী বা শিক্ষা লাভে ইচ্ছুক শিশু-কিশোর-তরুণদের সংখ্যা। শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণ তথা অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বেড়ে গেছে আগের যে কোন সময়ের তুলনায়। কর্তৃপক্ষীয় মহল থেকে শিক্ষার প্রসার, সর্বজনীন শিক্ষা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদির কথা বিরামহীনভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। এসব অবশ্যই ইতিবাচক ব্যাপার।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য এবং তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণ। কিন্তু এই কাজটি অগ্রসর হচ্ছে না সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে। ফলে দেখা দিচ্ছে গুরুতর সঙ্কট। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ১৯৯৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় মোট ৩ লাখ ১৮ হাজার ৫শ' ৪০ পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে মোট ১ লাখ ৬১ হাজার ৪৫ জন। যে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেনি তারা কোথায় যাবে, কি করবে, তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে তা অনিশ্চিত। আর যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে ১ লাখই নাকি ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে না। কারণ, দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও ডিগ্রী কলেজগুলোতে আসন রয়েছে মোট ৬০ হাজারের মতো। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকৌশল, মেডিক্যাল, কৃষি কলেজ ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে আসন রয়েছে মোট ১৫ হাজারের মতো। এ অবস্থায় আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রথম বিভাগে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ অনিশ্চিত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা ভর্তি হতে পারবে না তারা কোথায় যাবে? সরকারী ডিগ্রী কলেজ তো মাত্র দু'শ'র কিছু বেশি। বাকি ৪শ' বেসরকারী কলেজ যেখানে গুটিকয় ব্যতিক্রম ছাড়া অনার্স কোর্সের সুবিধা নেই। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কি হবে? দৈনিক জনকণ্ঠের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ মোট ১ লাখ ৩০ হাজার ৫৭৪ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় ৮০ হাজারের জন্য কোন আসনই নেই। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আসনই যেখানে নেই সেখানে ভর্তি হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে এই ৮০ হাজার ভর্তির সুযোগ বঞ্চিত ছাত্রছাত্রী কোথায় যাবে, কি করবে, তাদের ভবিষ্যত কি?

প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। কর্তৃপক্ষ হয়ত ভাবছেন নীরব থাকাই সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান। কোন কোন শিক্ষাবিদ বলতে চান যে, উচ্চশিক্ষা কেবল মেধাবীদের জন্যই সংরক্ষিত হওয়া উচিত। কথাটা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মেধা যাচাইয়ের যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ডিগ্রী পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় তা কি নিশ্ছিদ্র? যারা ভর্তির উপযুক্ত বিবেচিত হয় এবং যারা হয় না তারা সবাই কি যথাক্রমে মেধাবী ও মেধাশূন্য? আমাদের মতে, ডিগ্রী পর্যায়ে ভর্তির উপযুক্ত মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আরও ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা উদ্ভাবন প্রয়োজন এবং যারা ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে না তাদের অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের জন্য বিকল্প পথ খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এমন ব্যবস্থা করা হোক যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত এই বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী রাজপথে নিক্ষিপ্ত না হয় এবং ব্যবস্থাটি ... হোক যথাসম্ভব দ্রুত, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা সীমিত থেকে গেলেও এদের সংখ্যাটি প্রতিবছর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাবে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট ভর্তি সঙ্কটের পাশাপাশি চলছে স্কুল পর্যায়ে ভর্তির সঙ্কট। যত দিন যাচ্ছে ততই এই সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে। এটা সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের শহরাঞ্চলগুলোতে। স্কুলের সংখ্যা বাড়লেও ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় সেই বৃদ্ধি সামান্য। তাই প্রতিবছর নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের বিরাট ভিড় জমে। অভিভাবকদের দৌড়ঝাঁপ, ছুটোছুটি শুরু হয়। দুশ্চিন্তায় চোখে ঘুম আসে না। ভাল মান ও রেকর্ডসম্পন্ন স্কুলের সংখ্যা যেহেতু হাতেগোনা গুটিকয়েক এবং যেহেতু সেসব স্কুলে ভর্তি হবার আকর্ষণই থাকে বেশি, তাই ঐ স্কুলগুলোতেই ভিড় জমে সর্বাধিক। কিন্তু ভাল স্কুলগুলোতেও 'ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই' অবস্থা। আসন সংখ্যা সীমিত। ফলে কোন ক্লাসে ৪শ' আসনের জন্য আবেদনপত্র জমা পড়ে ১০ হাজার। কোন কোন স্কুলে 'প্রি' গ্রুপে ভর্তির জন্যও ডোনেশন চাওয়া হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। এ রকম দাবি মিটিয়ে ছেলেমেয়ে ভর্তি করার সাধ্য বা সঙ্গতি ক'জনের আছে।

কিন্তু স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি নিয়ে সৃষ্ট এই সঙ্কটের সমাধান আমাদের অবশ্যই করতে হবে। গুটিকয় ভাল মানের স্কুলের ওপর চাপ কমাবার জন্য প্রয়োজন বিদ্যমান অন্যান্য স্কুলের মান উন্নত করা, স্কুলের সংখ্যা আরও বাড়ানো, আসন সংখ্যা সম্প্রসারণ। বিত্তশালী ও দানশীল ব্যক্তিদের নতুন নতুন স্কুল স্থাপনে আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার যে প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে প্রশমিত করা।